নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৫৬৩/২০০৬

আব্দুল মান্নাফ ওরফে মান্নাফ

----সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

--- সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০১.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১৫/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.১১.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশে বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-আপীলকারী দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্টেট এর আদালত, ঢাকা কর্তৃক মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৬৩(৪)৯৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২২.১১.৯৯ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

"আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সংক্ষেপে এই যে গত ২১/৪/৯৬ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭-৩০ মিনিটের সময় অভিযোগকারী জনাব আবদুল জব্বারের জহুরী মহল্লাস্থ বাসায় ফকির বেশে যাইয়া ভাত খাইতে চায়। তাকে ভাত দেওয়া হইলে সে অলৌকিক ঘটনা দেখাইবার উদ্দেশ্যে সে কিছু ভাত অভিযোগকারী ও তাহার স্ত্রীকে খাইতে দেয়। তাহারা তখন দেখিতে পান যে, উহা কিসমিসে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহারা অভিভূত হইয়া আসামীর কথামত উক্ত কিসমিস খাইয়া হুশ হারাইয়া ফেলেন। সেই সুযোগে আসামী তাহার স্ত্রীর প্রায় তিনভরি ওজনের সোনার হার যাহার মূল্য আনুমানিক ২২,০০০.০০ টাকা নিয়া পালাইয়া যায়। তাহারা (অস্পষ্ট) ফিরিয়া পাইয়া তাহাকে খুঁজিতে থাকেন। গত ২৭/৪/৯৬ সন্ধ্যা অনুমান ৭-৩০ মিনিটে রসময় সোবাহান বাগস্থ মিরপুর রোডে আসামীকে ধৃত করেন এবং মোহাম্মদপুর থানায় এজাহার দায়ের করেন। উক্ত এজাহারটি তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত করিয়া আসামী আঃ মান্নাফের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেন।

আদালত কর্তৃক মামলাটি আমলে গ্রহণ করা হয়। বিচার যোগ্য হইলে মামলাটি অত্র আদালতে বদলী করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় আসামীর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪২০ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। আসামীকে অভিযোগ পড়িয়ে শুনানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করে ও বিচার চায়। অতঃপর আদালতে দুই জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন সাফাই সাক্ষ্য দিবে না বলিয়া জানায়।

বিচার্য বিষয়ঃ (১) আসামীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে কিনা?

(২) অভিযোগ প্রমাণিত হইয়া থাকিলে আসামী কিরূপ শাস্তি পাইবার যোগ্য?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ- আদালতে সর্বমোট দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের সাক্ষ্য এবং নথি পর্যালোচনা করিয়া যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা বিচার্য বিষয়ের আলোকে আলোচিত হইলঃ-

১। আদালতে অভিযোগকারী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাহার আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উহা এজাহারের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য শীল। তিনি তাহার এজাহারে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য সম্পূর্ণ অভিন্ন। তিনি তাহার এজাহারে যাহা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বলিয়াছেন- তাহার সাক্ষ্যে উহারই বিস্তারিত বর্ননা দিয়াছেন মাত্র। *২। অভিযোগকারী কি অবস্থায় কখন কে এবং কিভাবে ঘটনা ঘটাইল তাহার বিস্তারিত বর্ননা দিয়াছেন। তাহার এই বর্ণনা সম্পূর্ণরুপে সমর্থন করিয়াছেন মামলার অপর সাক্ষী বাদীর স্ত্রী সাক্ষী তাসলিমা বেগম(PW-2) বাদী নামাজ পড়িয়া মসজিদ হইতে ফিরিয়া দরজায় আসামীকে দন্ডায়মান দেখেন-সে ভাত খাইতে চাহিতে ছিল।* *অভিযোগকারীর স্ত্রী ও তাহাই বলিয়াছেন। তাহারা দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে বাসার ভিতরে নিয়া খাইতে দেন। তখন আসামী তাহাদিগকে কিভাবে ভাত কে কিসমিসে পরিনত করিয়া খাইতে দেয়। উহা খাইয়া তাহাদের কি অবস্থা হয় ইত্যাদি সাক্ষী তাসলিমা বেগম তাহার সাক্ষ্যে বিস্তারিত বলিয়াছেন। সাক্ষীদ্বয় উভয়েই যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা পরস্পর অত্যন্ত সামঞ্জস্যশীল।* *৩। আসামীর সহিত অভিযোগকারী এবং তাহার স্ত্রীর পূর্ব কোন পরিচয় ছিল না মর্মে সাক্ষ্য পর্যালোচনায় জানা যায়। সুতরাং পূর্ব কোন শত্রুতাও বিদ্যমান ছিল না বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে অপরিচিত একজনের নামে এইরুপ অভিযোগ কোন ঘটনার সংঘটন ছাড়াই করা হইয়াছে এই রুপ প্রতীয়মান হয়না। আসামী পক্ষ্যে সাক্ষীদের জেরার সময় ও এইরুপ কোন সন্দেহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই এইরুপ কোন প্রশ্নেই উত্থাপন করে নাই।* *৪। এখন শুধু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উভয় সাক্ষীই পরস্পর আত্মীয় সুতরাং পক্ষপাত দুষ্ট। উহার জবাবও দ্বিতীয় সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহার জেরার জবাবে বলিয়াছেন যে, ঘটনাটি ঘরের মধ্যের অপর কেহ সাক্ষী নাই। প্রতিবেশীদের তাহারা পরে জানাইয়াছেন। এই যুক্তি আদালতের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়-ঘরের মধ্যে সংঘটিত কোন অপরাধের সাক্ষী ঘরের মধ্যে অবস্থানরত মানুষই হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। নালিশীতে বর্ণিত প্রতারণার ন্যায় প্রতারণা অহরহই ঘটিতেছে। সামাজিক জীবন যাপন এইরুপ অনেক ঘটনাই আমরা জ্ঞাত আছি। আসামীর সহিত অভিযোগকারীর পূর্ব পরিচয় কিংবা শত্রুতা নাই। ধর্ম প্রান মানুষের নিকট ভিক্ষুকের ভিক্ষা চাওয়া অলৌকিকত্ব প্রদর্শন স্বাভাবিক কারণেই তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে সহায়ক হইয়াছে বলিয়াই আদালত মনে করেন এবং উক্ত বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আসামী তাহাদিগকে কিসমিস ও পানিতে কিছু মিশাইয়া খাওয়া চুরি সম্পাদন করিয়াছে। আদালতে আসামীকে দেখিয়া তাহার শুশ্রুমন্ডিত মুখ ও*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পোশাক দেখিয়া আদালতের নিকট ইহাও মনে হইয়াছে যে, ফকির সাজিয়া অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতারনা করা তাহার পক্ষ্যে সম্ভব।

উপরোক্ত সকল বিবেচনা ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আদালতের নিকট আসামীর প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং রায় দেওয়া যাইতেছে যে, যেহেতু আসামী আবদুল মান্নাফের বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৪২০ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাই ফৌঃকাঃবিঃ২৪৫ (২) ধারায় বিধান মোতাবেক তাহাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হইল। জরিমানা অনাদায়ে তাহাকে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হইল।

স্বা: অস্পষ্ট
২২.১১.৯৯
(মোঃ আনিস উদ্দিন মঞ্জুর)
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা

স্বা: অস্পষ্ট
২২.১১.৯৯
(মোঃ আনিস উদ্দিন মঞ্জুর)
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১৫/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ২৪.১১.২০০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

"অত্র ফৌজদারী আপীল ঢাকার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মঞ্জুর কর্তৃক মোঃপুর থানার মামলা ৬৩(৪) ৯৬, ধারা-৪০৬/৪২০ দন্ড বিধিতে প্রদত্ত বিগত ২২/১১/৯৯ ইং তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ এর অসম্মতিতে আপীলকারী আসামী কর্তৃক আনীত হইয়াছে।

অত্র ফৌজদারী আপীলের সহিত মূল মামলার বর্ণনা সংক্ষেপে এই যে, গত ২১/৪/৯৬ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭.৩০ মিনিটের সময় এজাহারকারী আবদুল জব্বারের মোঃপুরস্থ জহুরী মহল্লার বাসায় জনৈক মান্নাফ বাসার দরজায় আসে এবং ভাত খাইতে চায়। তাহাকে ভাত দেওয়া হইলে সে অলৌকিক ঘটনা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সে কিছু ভাত অভিযোগ কারীর ও তাহার স্ত্রীকে খেতে দেয়। তখন অভিযোগকারী দেখেন যে, উহা ভাত নয় কিসমিস। তখন তাহারা উভয়েই মান্নাফের প্রতি দুর্বল হইয়া পড়ে। সে এমন কিছু অলৌকিক

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঘটনা দেখান যে, যাহাতে তাহারা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয় এবং কিসমিস খাওয়ার পর হুশ হারাইয়া ফেলেন এবং সে যা করিতে বলে তাহারা তাহাই করেন। আসামী টাকা চাইলে টাকা না থাকায় তাহারা স্বর্নের চেইন দিয়া দেয় যাহার মূল্য ২২,০০০/=টাকা। পরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া দেখে আসামী পালাইয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে তাহাকে খোজা খুজি করিয়া ২৭/৪/৯৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭.৩০ মিনিটের সময় সোবহান বাগস্থ মিরপুর রোডে আসামীকে পাইয়া ধৃত করেন ও থানায় নিয়া মামলা করেন। পরবর্তীতে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অন্তে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। *নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে আসামী আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীকে ফৌঃকাঃবিঃ আইনের ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামীকে তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করায় উহাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী আসামী কর্তৃক অত্র আপীল আনয়ন করেন।* *আপীলকারী আসামী কর্তৃক আপীল আনয়ন ক্রমে দাবী করেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা সঠিক হয় নাই।* *-বিচার্য বিষয়-* *১) বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ২২/১১/৯৯ ইং তারিখ এর তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ আইনানুগ যথার্থ ও সঠিক কি না?* *২) প্রার্থীত মতে আপীলকারী আসামী কোন প্রতিকার পাইতে পারে কি না?* *-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত-* *বিচার্য বিষয়-১-২ঃ উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবির্ধার্থে একত্রে লওয়া হইল। আসামী আপীলকারীরর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কেস হইল যে, গত ইং-২১/৪/৯৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০টার সময় অভিযোগকারীর বাসায় আসামী ফকির বেশে আসিয়া ভাত খাইতে চাহিলে তাহাকে ভাত খাইতে দেয়। তখন আসামী অলৌকিক ঘটনা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বাদী ও তাহার স্ত্রীকে কিছু ভাত খাইতে দেয়। তখন তাহারা উক্ত ভাত হাতে নিয়া দেখে উহা ভাত নয় কিসমিস। ইহাতে বাদী ও তাহার স্ত্রী আসামীর প্রতি দুর্বল হইয়া পড়ে। সে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেখান যাহাতে সে যাহা করিতে তাহারা তাহাই করেন। এক পর্যায়ে আসামী কিছু টাকা চাইলে টাকা না থাকার জন্য আসামী সোনা গহনা চায়। বাদী ও তাহার স্ত্রী স্বাভাবিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলায় বাদীর স্ত্রীর তিন ভরি ওজনের অনুমান ২২,০০০টাকা মূল্যের চেইন দিয়া দেন। পরবর্তীতে তাহারা জ্ঞান ফিরিয়া দেখেন যে, আসামী পালাইয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে তাহারা খোজা খুজি করা অবস্থায় গত ২৭/৪/৯৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭.৩০ টার সময় সোবহান বাগস্থ মিরপুর রোড আসামীকে পাইয়া ধৃত করেন। *বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে মামলা প্রমাণের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষে দুইজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়। তন্মধ্যে পি/ডব্লিউ-১ এজাহারকারী বাদী আবদুল জব্বার তাহার জবান বন্দীতে বলেন যে, গত ২১/৪/৯৬ ইং তারিখ আসামী ফকির বেশে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটের সময় তাহার বাসায় আসে এবং কিছু ভাত খাইতে চাহিলে তাহারা তাহাকে ভাত খাইতে দেয়। ভাত খাইতে থাকা অবস্থায় কিছু ভাত আসামী বাদীকে ও তাহার স্ত্রীকে হাতে দিয়া খাইতে বলে এবং সে অলৌকিক ঘটনা ঘটাইবে মর্মে উক্ত ভাত হাতে নিয়া বাদী ও তাহার স্ত্রী দেখেন উহা ভাত নয় উহা কিসমিস। আসামী গ্লাস ভর্তি পানি নিয়া তাহাদের সামনে খাতি হাত মুঠি করিয়া ছাড়ে এবং তাহারা গ্লাসের মধ্যে একটা পাথর দেখে। তাহাদের পানিটা খাইতে বলে। তাহারা পানি খাইলে হুশ থাকেনা তাহাদের কাছে সে কোরবানী গরু কেনার জন্য টাকা চায়। টাকা নাই বলাতে সে সোনা দাবী করে। তাহাদের একটা তিন ভরি ওজনের কাছাকাছি সোনার হার তাহাকে দেন। তিন ঘন্টা পর তাহাদের হুশ হয়। তাহাদের ভুল বুঝতে পারিয়া আসামীকে খুজতে থাকেন। ২৭/৪/৯৬ ইং তারিখে তাহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে বাজার করার জন্য নিউ মার্কেট যাইতে ছিলেন তখন সোবহানবাগ মসজিদের সামনে আসামীকে দেখতে পান। তখন তাহারা আসামীকে ধৃত করেন। পরবর্তীতে তিনি এজাহার দায়ের করেন। সাক্ষী তাহার দায়েরকৃত এজাহার প্রদর্শন-১ ও উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শন -১/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অত্র সাক্ষী আসামীকে আদালতের ডকে সনাক্ত করেন। অত্র সাক্ষীকে জেরা করিয়া আসামী পক্ষ কোন গরমিল আদায় করিতে পারে নাই।* *পি/ডব্লিউ-২ তাছলিমা বেগম তাহার জবান বন্দীতে বলেন যে, গত ২১/৪/৯৬ইং তারিখ ৭/৭.৩০ টার দিকে আসামী মান্নাফ ফকির*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বেশে তাহাদের বাসায় আসে এবং ভাত খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তখন আসামীকে ভাত খাইতে দেন। তখন আসামী সবাইকে খাইতে বলে। তাহারা আসামীর দেওয়া ভাত হাতে নিয়া দেখেন উহা ভাত নয় কিসমিস। আসামী মান্নাফ এক পর্যায়ে সিগারেট ধরায় এবং ধুয়া ছাড়তে থাকে এবং একটি গ্লাসে পানি আনতে বলে। তাহার হাতে থাকা একটি ছোট তাবিজ দেখিয়ে গ্লাসের মধ্যে রাখে। তাহারা তাবিজের স্থলে একটা পাথর দেখিতে পান। এক পর্যায়ে সে টাকা চায়। টাকা নাই বলাতে সে গহনা চায়। কিসমিস এবং পানি খাওয়ার পর তাহাদের হুশ ছিল না। ঘন্টা তিনেক পর তাহাদের বোধদ্বয় হইলে দেখেন আসামী পলাতক হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে তাহারা খোঁজা খুজি করিতে থাকা অবস্থায় ২৭ তারিখ সন্ধ্যা ৮/৮.৩০ টার দিকে তাহারা সোবহান বাগ মসজিদের সামনে তাহারা আসামীকে দেখিয়া ধৃত করেন। বাদী মামলা দায়ের করেন। তিনি দারোগার কাছে জবানবন্দী দিয়াছেন। তিনি আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন। *জেরায় অত্র সাক্ষী বলেন যে, তাহার স্বামীর সাথে আদালতে আসে। আসামীর দেওয়া কিসমিস তাহারা খায়। ঘরের মধ্যে ঘটনা ঘটে। আসামী ক্ষুধার্ত থাকায় ভাত দেওয়া হইয়াছে। ইহা সত্য নয় যে, স্বামীর কথা মতো আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন।* *এজাহার আপীলের মেমো, সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, এজাহারের বর্ণনা মতে ১নং সাক্ষী হুবহু বক্তব্য দিয়া বলিয়াছে যে, গত ২১/৪/৯৬ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭/৭.৩০ টার সময় বসত বাড়ীর দরজায় একজন লোক ফকির বেশে আসিয়া ভাত খাইতে চাইলে মানবিক কারনে ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতরে তাহাকে ভাত খাইতে দেয়। আসামী মান্নাফ ভাত খাওয়ার সময় এজাহারকারী ও তাহার স্ত্রীকে খাইতে বলে। সে দেখে যে, উহা ভাত নয় কিসমিস। আসামী পানি ভর্তি গ্লাস লইয়া তাহাদের সামনে খালি হাত মুঠ করিয়া ছাড়ে তাহারা দেখেন যে, গ্লাসের মধ্যে একটি পাথর। তখন তাহাদের আসামী তাহাদের পানি খাইতে বলিলে তাহারা খায়। তখন আসামী নগদ কিছু টাকা চায়। তখন টাকা না থাকায় তাহাদের কাছে সোনা চায়। তখন তিন ভরি ওজনের স্বর্ণের চেইন অনুমান ২২ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাহারা হুশ হারাইয়া ফেলেন। পরবর্তীতে জ্ঞান ফিরিয়া দেখেন যে, আসামী পালাইয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে খোজাখুজি করা অবস্থায় ২৭/৪/৯৬ ইং তারিখে সোবহান বাগ মসজিদের সামনে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সন্ধ্যা ৭.৩০ টার সময় আসামীকে পাইয়া ধৃত করেন। পরবর্তীতে থানাতে লইয়া এজাহার দায়ের করেন। এই বক্তব্য সমর্থন করিয়া পি/ডব্লিউ-২ তাসলিমা বেগম তিনি এজাহারকারীর অনুরূপ জবানবন্দী প্রদান করিয়াছেন। তিনি ঘটনার একজন প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষী। ফলে সার্বিক অবস্থাদি বিবেচনায় আসামীর বিরুদ্ধে আনীত প্রতারণার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ১ ও ২ নং সাক্ষী তাহারা পরস্পর আত্মীয়। আর ঘটনা ঘরের মধ্যে। প্রতিবেশীরা পরবর্তীতে জানিয়েছেন। ফলে ঘরের মধ্যে উপস্থিত লোকজনই ঘটনার প্রধান ও অন্যতম সাক্ষী হইতেছেন। আসামী অভিনব কৌশল অবলম্বনে প্রতারনা মূলক ভাবে বাদীর স্ত্রীর স্বর্ণের চেইন নিয়া যায় মর্মে আনীত অভিযোগ প্রমাণে বাদী পক্ষ সক্ষম হইয়াছেন। *আমি বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় পর্যালোচনা করিয়াছি। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সাক্ষীদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ আপীল না-মঞ্জুর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আপীলকারী আসামী প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারে না।* *অতএব,* *আদেশ হয় যে,* *অত্র ফৌজদারী আপীল গুনাগুনের ভিত্তিতে না-মঞ্জুরের আদেশ হইল। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ২২/১১/৯৯ ইং তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল ও বলবৎ এর আদেশ হইল। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি অতি সত্বর ফেরত প্রেরণ করা হউক।* *আমার দ্বারা নির্দেশিত ও সংশোধিত-* *স্বা:-অস্পষ্ট* *স্বা:-অস্পষ্ট* *(মোঃ আমান উল্লাহ)* *(মোঃ আমান উল্লাহ)* *২৪.১১.০৫* *২৪.১১.০৫* *অতিঃ মেট্রো দায়রা জজ, ঢাকা* *অতিঃ মেট্রো দায়রা জজ, ঢাকা* প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি দন্ড সংশোধন পূর্বক যতদিন হাজতবাস করেছেন ততোদিন সাজা প্রদান করে খারিজ করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।